জেলা:বরিশাল

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(দেওয়ানী রিভিশনাল অধিক্ষেত্র)

উপস্থিতঃ
বিচারপতি জনাব মোঃ জাকির হোসেন

দেওয়ানী রিভিশন নং ৩৮৯৯/২০২২

পক্ষগণঃ

মোঃ আব্দুল রহিম হাওলাদার
.....বিবাদী-আপীল্যান্ট-দরখাস্তকারী
-বনাম-

মোসাম্মাৎ সাবরিন আক্তার সিমা গং
..... বাদী-রেসপনডেন্ট-প্রতিপক্ষগণ

বিজ্ঞ আইনজীবীগণঃ

কেউই উপস্থিত হয় নাই
.....দরখাস্তকারীর পক্ষে
জনাব জি.এম. মুজাহিদুর রহমান
..... প্রতিপক্ষগণের পক্ষে

শুনানীর তারিখ: ০১.১১.২০২৩
রায় প্রদানের তারিখ: ২০.০২.২০২৪

বিচারপতি মোঃ জাকির হোসেন:

বিবাদী-আপীল্যান্ট-দরখাস্তকারী কর্তৃক দেওয়ানী কার্যবিধির ১১৫ এর বিধান মতে দাখিলকৃত দরখাস্তের প্রেক্ষিতে প্রতিপক্ষগণের প্রতি কারণ দর্শানোপূর্বক রুল জারী করা হয়, যা নিম্নরূপ:

> *"Records of the case be called for*
> *Let a Rule be issued calling upon the opposite parties to show cause as to why the judgment and decree dated 16.05.2022 (decree being drawn on 18.05.2022) passed by the learned Additional District Judge, 2nd Court, Barishal in Family Appeal No. 06 of 2021 dismissing the appeal and thereby affirming the judgment and decree dated 08.12.2020 (decree being drawn on 09.12.2020) passed by the learned Senior Assistant Judge,*

Sadar, Barishal in Family Suit No. 59 of 2018 shall not be set aside and/or such other or further order or orders passed as to this Court may seem fit and proper."

বাদী-রেসপনডেন্ট-প্রতিপক্ষগণের মোকদ্দমার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, ১নং বাদী ও বিবাদীর মধ্যে ১৭/০৫/২০০২ খ্রিঃ তারিখে এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা দেনমোহর ধার্যে বিবাহ হয়। বাদীকে ৩ লক্ষ টাকা খরচ করে স্বামীর গৃহে তুলে দেয়া হয়। বাদী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষিকা পদে কর্মরত থাকায় বরিশাল শহরে হাল সাকিনে বসবাস করতেন। বিবাদী কোন ভরণপোষণ প্রদান করে না। বাদী ও বিবাদীর মধ্যে দাম্পত্য সর্ম্পক চলাকালে ১টি কন্যা সন্তান ও ১টি পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। যাদের নাম রোজা (জন্ম ২৮/১০/২০০৩ খ্রিঃ) ও মোহাইমিনুল (জন্ম ০৩/০৮/২০১০ খ্রিঃ)। বিবাদী যৌতুকের দাবীতে বাদীকে নির্যাতন করায় বাদী বাধ্য হয়ে ২৭/০৯/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে বিবাদীকে তালাক প্রদান করে। ১নং বাদী তার দেনমোহর ও ভরণপোষণের টাকা বিবাদীর নিকট দাবী করলে বিবাদী ১২/০৪/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে তা অস্বীকার করেন। বাদী ২০/০৮/২০০২ খ্রিঃ তারিখ হতে ২৭/০৯/২০১৭ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত তার দেনমোহর বাবদ ১,২৫,০০০/- ও ভরণ পোষণ বাবদ ৯,২০,০০০/- ও ২নং বাদী ২৮/১০/২০০৩ খ্রিঃ তারিখ হতে ১২/০৪/২০১৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ভরণপোষণ বাবদ ৮,৬৫,০০০/- টাকা ও ৩নং বাদীর ০৩/০৮/২০১০ খ্রিঃ তারিখ হতে ১২/০৪/২০১৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ভরণপোষণ বাবদ ৪,৫৫,০০০/- টাকা একুনে ২৩,৬৫,০০০/- টাকার দাবীতে অত্র মোকদ্দমা দায়ের করেন।

বিবাদী লিখিত বর্ণনা দাখিলপূর্বক অত্র মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। বিবাদীর মোকদ্দমার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, বাদীর সাথে বিবাদীর ১৭/০৫/২০০২ খ্রিঃ তারিখে ১,২৫,০০০/- টাকার দেনমোহর ধার্যে বিবাহ হয়। বিবাহের পরে বাদী ও বিবাদী শান্তিপূর্ণভাবে বসবাসকালীন ২টি সন্তান জন্মগ্রহণ করে। বাদী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক বিধায় অহংকারী হয়ে উঠে ও কাউকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করত না। বাদী চাকুরীর জন্য বাড়ীতে না থাকার কারণে বিবাদী বাদীকে বরিশালে বাসা ভাড়া করে দেয়। বাদী সেখানে সন্তানদের নিয়ে বসবাসকালীন পরকীয়া প্রেমে জড়িয়ে পড়ে এবং যার ফলে

বিবাদীকে সহ্য করতে পারত না। যার ফলে বিবাদী-বাদীকে তালাক প্রদান করে। বাদী বিবাদীর গ্রামীন ব্যাংকের ডিপিএস ভেঙ্গে প্রাং ১,৫০,০০০/- টাকা নিয়ে যায়। বিবাদীপক্ষ বাদী ও তার সন্তানদের প্রতিমাসে ভরণপোষণ দিতেন। বাদী তালাক দেয়ায় কোন দোনমোহর ও ভরণপোষণ প্রাপ্ত হবে না।

বাদী ও বিবাদীর আরজি ও জবাব পর্যালোচনা করে বিচারিক আদালত নিম্নবর্ণিত বিচার্য বিষয়সমূহ নির্ধারণ করেনঃ

(১) *অত্র মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলতে পারে কিনা ?*

(২) *বাদী ও বিবাদীর মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক বিদ্যমান আছে কিনা ?*

(৩) *বাদী প্রার্থীতমতে প্রতিকার পেতে পারে কিনা ?*

উভয়পক্ষকে শুনানীঅন্তে বিচারিক আদালত মূল মোকদ্দমায় আংশিক ডিক্রি প্রদান করেন। বিচারিক আদালতের উক্ত রায় ও ডিক্রি দ্বারা ভীষণভাবে সংক্ষুব্ধ হয়ে বিবাদী বিজ্ঞ জেলা জজ, বরিশাল সমীপে ০৬/২০২১ নং পারিবারিক আপীল দায়ের করেন। অত:পর, বিজ্ঞ জেলা জজ উক্ত আপীলটি গ্রহণকরত: উহা নিস্পত্তির জন্য বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা জজ, ২য় আদালত, বরিশাল বরাবর প্রেরণ করেন। উভয়পক্ষকে শুনানীঅন্তে বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা জজ বিচারিক আদালতের রায় ও ডিক্রির সাথে সহমত পোষণকরত: আপীলটি না-মঞ্জুর করেন। আপীল আদালতের উক্ত রায় ও ডিক্রির বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ ও অসন্ষ্ট হয়ে বিবাদী-দরখাস্তকারীর দাখিলী দেওয়ানী কার্যবিধির ১১৫ ধারার দরখাস্তের প্রেক্ষিতে বর্ণিত রুল জারী করা হয়।

প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর নিবেদনসমূহ এবং নথিতে রক্ষিত সাক্ষ্যসাবুদ ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও তথ্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার বিশ্লেষণ করা হয়।

নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বিচারিক আদালত মূল মোকদ্দমায় আংশিক ডিক্রি প্রদান করেন। বিচারিক আদালত যথার্থ কারণ উল্লেখপূর্বক সিদ্ধান্ত প্রদান করেন যে, ১নং বাদী দেনমোহর বাবদ ১,২৫,০০০/-টাকা বিবাদীর নিকট থেকে প্রাপ্ত হবেন। বিচারিক আদালত ১নং বাদীর ইদ্দতকালীন ভরণ-পোষণ বাবদ ১৫,০০০/-টাকা নির্ধারণ করেন এবং ২নং ও ৩নং বাদীর ভরণ-পোষণ বাবদ মাসিক ৫,০০০/- টাকা নির্ধারণ করেন। উভয়পক্ষের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট

বিবেচনা করে ২নং ও ৩নং বাদীর ভরণ-পোষণ মাসিক ৫,০০০/- টাকার স্থলে মাসিক ৪,০০০/- টাকা নির্ধারণ করা হলো এবং ১নং বাদীর ইদ্দতকালীন ভরণ-পোষণ বাবদ মাসিক ১৫,০০০/- টাকার স্থলে ১২,০০০/- টাকা নির্ধারণ করা হলো।

বর্ণিতভাবে বিচারিক আদালতের পারিবারিক মোকদ্দমা নং ৫৯/২০১৮ এর বিগত ১৮/১২/২০২০ ইং তারিখের রায় ও ডিক্রি সংশোধিত হবে।

অতএব, আদেশ হয় যে, উল্লিখিত অভিমতসহ ও নির্দেশনাসহ রুলটি discharge করা হলো। ইতোপূর্বে অত্রাদালত কর্তৃক জারীকৃত স্থগিতাদেশ এতদ্বারা প্রত্যাহার করা হলো।

নিম্ন আদালতে LCRs সহ অত্র রায়ের কপি জরুরী ভিত্তিতে প্রেরণ করা হোক।

(বিচারপতি মোঃ জাকির হোসেন)

নাছের
পিও